পাট- ক) পাটের ঘোড়া বা তিড়িং পোকা- সবুজ রঙের কীড়া চলার সময় পিঠের কিছুটা অংশ উঁচু করে চলে ও ডগার কচি পাত খায়। **খ)** পাটের বিছা পোকা-হলদে রঙের শুঁয়োযুক্ত কীড়া ছোটো অবস্থায় একসঙ্গে থাকে ও পাতার সবুজ অংশ খেয়ে জালের মতো করে দেয়। **গ)** পাটের মাকড়- লাল মাকড়ের আক্রমনে নীচের দিকের পুরানো পাতায় হলদে ছিট ছিট দাগ দেখা যায় তবে পাতা কোঁকড়ায় না। তিতা পাটে বেশী আক্রমন হয়। হলদে মাকড় পাতার নীচের দিকে রস চুষ খায় ও পাতা কুঁকড়ে তামাটে হয়ে যায়।

প্রথমে নিম ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করুন ও পরে প্রয়োজনে ঔষধ যেমন, কার্বসালফান-২৫% বা কুইনালফস-২৫-ইসি ২মিলি হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।মাকড় দমনে ডাইকোফল১৮. ৫% বা ফেনাজাকুইন ২মিলি হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

পাটের **রোগের** মধ্যে কান্ড বা ডাঁটা পচা রোগে এই সময় পাতায় অসংখ্য ছোট ছোট বাদামী দাগ দেখা যায় যা পরে বড় হয়ে বাদামী পচা অংশের সৃষ্টি করে। প্রতিকারে ম্যানকোজেব ৭৫% ২.৫ গ্রাম অথবা কার্বেন্ডাজিম ৫০% ১ গ্রাম হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

অড়হর- হালকা ও মাঝারি মাটিতে ভাল হয়, তবে সব ধরণের মাটিতে চাষ করা যায়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজ বুনতে হবে। একরে ১০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। স্বল্প মেয়াদী জাতে সারি ও গাছের দূরত্ব থাকে ১ ফুট, মধ্য মেয়াদী জাতে ২ ফুট ও ১ ফুট ।প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে থাইরাম ৭৫% ২ গ্রাম বা ম্যানকোজেব ৭৫% ৩ গ্রাম বা ক্যাপটান ৭৫% ২ গ্রাম মেশালেই বীজ শোধন হয়ে যাবে ।বীজ বোনার কমপক্ষে ৭ দিন আগে বীজশোধন করে বোনার আগে রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে ।

আউস ধান-জলের সুবোগ নিয়ে আউস ধান রোপন করুন ।মূল জমি তৈরীর সময় হেক্টর প্রতি জৈব সার ৫ টন ও রাসয়নিক সার হিসাবে নাইট্রোজেন ১৭.৫ কেজি, এবং ফসফেট ও পটাশ ৩৫ কেজি করে মাটিতে মিশিয়ে দিন। চারা ২০ সেমি X ১০ সেমি দূরত্বে রোয়া করুন। প্রতি গুছিতে ৩-৪ টি চারা দিন।

সবুজ সার আমন ধান চাষে জৈবসার যোগানের জন্য সবুজসার হিসাবে ধনচে বীজ বোনার পরিকল্পনা করুন। এজন্য আমন ধান রোপনের দেড় থেকে দুই মাস আগে জৈষ্ঠ্য মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বৃষ্টির জলের সুজোগ নিয়ে ২টি চাষ দিয়ে বিঘাপ্রতি ৪ কেজি ধনচে বীজ বুনতে পারেন। বীজ বোনার আগে বিঘাপ্রতি ২০-২২ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

আমন ধান-উন্নত জলদি জাত- পি.এন.আর ৩৮১, পি.এন.আর ৫১৯, রেণু, পুষ্প, আই আর-৬৪ ডি.আর.টি ১, অজিত, বিনাধান-১১, রাজেন্দ্র ভগবতী, নরেন্দ্রধান-৯৭, লাল মিনিকিট্, নয়নমনি ইত্যাদি। বৃষ্টিনির্ভর নীচু জমির জন্য মধ্য মেয়াদী জাত (১ ফুট জল) লাল স্বর্ণ, সাবিত্রী, সি.আর-১০০২, সি.আর-১০১৪ শশী, ধীরেন, রাণী ধান, স্বর্ণসাব-১, এম.টি.ইউ-১০৭৫ ইত্যাদি।

বীজতলা তৈরী- ০.১ একর বা ১০ শতক বীজতলার জন্য মূলসার হিসেবে গোবর বা কম্পোষ্ট ১ টন, নাইট্রোজেন ২কেজি, ফসফেট-২কেজি ও পটাশ ২ কেজি লাগবে। কাদানো বীজতলায় দানাদার কীটনাশক হিসেবে ১০ শতক বীজতলায় ২কেজি কার্বফুরান ৩জি বা ৬০০ গ্রাম ফোরেট ১০ জি বা ১.৫ কেজি কারটাপ ৪জি চারা তোলার ৭ দিন আগে প্রয়োগ করে ২ ইঞ্চি জল ধরে রাখতে হবে।

আখ ক) মুড়ি-আখ চাষে মূলসার প্রয়োগের ৪৫ দিন পর প্রথম চাপান সার হিসাবে নাইট্রোজেন ৭৩ কেজি, ও পটাশ ২৩ কেজি প্রয়োগ করুন।দ্বিতীয় চাপান হিসাবে মূলসার প্রয়োগের ৯০ দিন পর নাইট্রোজেন ৭২ কেজি, ও পটাশ ২২ কেজি প্রয়োগ করুন। এই আখ চাষে রোগ-পোকার আক্রমন বেশী হয় , সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন।

খ) বসন্ত-কালীন আখে প্রয়োজনীয় সেচ দিন, আগাছা পরিস্কার করুন ও আখ বসানোর ৪৫ দিন পর প্রথম চাপান হিসাবে ৬৬ কেজি নাইট্রোজেন ও ৫০ কেজি পটাশ মাটিতে প্রয়োগ করুন। সাথী-ফসল হিসাবে দুই সারির মধ্যবর্তী জায়গায় ঢেঁড়স, পুঁই, বরবটি ইত্যাদি শাক-সব্জীর চাষ করুন।

কৃষি সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য ব্লকের সহকৃষি অধিকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুণ।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর

পক্ষে

যুগ্ম-কৃষি অধিকর্তা (জন সংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য),
পশ্চিমবঙ্গ